যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৫৪

১/ বিবিধ

আরবী

نعم الشيء الهدية أمام الحاجة

موضوع

رواه الطبراني (1 / 294 / 1) : حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي: أخبرنا الهيثم بن خارجة أخبرنا يحيى بن سعيد العطار عن يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبيد الله عن الحسين بن علي مرفوعا

ورواه الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو" (31 / 1) من طريق يزيد بن سنان البصري ـ بمصر ـ حدثنا يحيى بن سعيد العطار به

قلت: وهذا إسناد تالف يحيى بن سعيد قال ابن حبان: " يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به ". ويحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث كما تقدم عن الإمام أحمد تحت الحديث (321)

وذكره ابن قدامة في " المنتخب " (10 / 195 / 1) من طريق عبد الله: حدثني أبي أخبرنا عباد بن العوام: حدثني شيخ عن الزهري مرفوعا. قال أبي: يقولون إنه سليمان بن أرقم، وسليمان لا يساوي حديثه شيئا

ثم رأيت هذا في " كتاب الضعفاء " (156) للعقيلي قال: حدثنا عبد الله به

قلت: وقد وصله أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 75) عن عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعيد بن أبي وقاص عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا

وهذا سند ساقط أيضا، عثمان هذا قال ابن معين: " كان يكذب ". وقال ابن المديني: "

ضعيف جدا ". وهذا معنى قول البخاري: " تركوه
وقال فيه ابن حبان (2 / 98) مثل ما سبق في يحيى بن سعيد
ومن طريقه رواه الحاكم في " تاريخه " كما في " اللآليء " (ص 492) للسيوطي وقد تعقب به وبحديث الحسين الذي قبله حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع، فلم يصنع شيئا لأن مدارهما على كذابين كما علمت
وله طريق أخرى عن عروة. رواه الخطيب (8 /166) عن عمرو بن خالد الأعشى: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا
لكن عمرو هذا كذاب وضاع، رماه بذلك غير واحد من الأئمة. وقد أورده ابن الجوزي من طريقه في " الموضوعات " وقال (2 / 91) : " لا يصح، عمرو بن خالد كذبه العلماء، منهم أحمد ويحيى، وقال ابن راهويه: كان يضع الحديث ". وقد روي من حديث أنس، رواه الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق خداش بن مخلد: حدثنا يعيش بن هشام: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا ذكره ابن الجوزي وقال: " قال الدارقطني: هو باطل عن مالك، وقد روي عن الموقري عن الزهري عن أنس، والموقري ضعيف ". قلت: وخداش بن مخلد لم أجد له ترجمة. وأما الموقري وهو الوليد بن محمد فهو ساقط كذبه ابن معين وقال النسائي: " متروك الحديث ". وقال ابن حبان: " روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يرو ها الزهري قط

বাংলা

৭৫৪। প্রয়োজনীয়তা অনুভবকারীকে সম্মুখে হাদিয়া প্রদান করা হচ্ছে সর্বোত্তম বস্তু।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (১/২৯৪/১) আহমাদ ইবনুল হাসান আস-সূফী হতে তিনি হায়ছাম ইবনু খারেজাহ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আত্তার হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল আলা হতে তিনি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলরানী) বলছিঃ এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইয়াহইয়া ইবনুল আলী মিথ্যুক হাদীছ জলকারী। যেমনটি (৩২১) নং হাদীছের আলোচনায় তার

সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন। হাদীছটি ইবনু কুদামাহ “আল-মুনতাখাব” (১০/১৯৫/১) এবং উকায়লী "আয-যোয়াফা" (১৫৬) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ সূত্রে ... যুহরী হতে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে আব্দুল্লাহর পিতা সুলায়মান ইবনু আরকামের হাদীছ কিছুরই সমতুল্য নয়।

আবু নোয়াইম “আখবাবু আসবাহান” (২/৭৫) গ্রন্থে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদের বর্ণনাকারী উছমান ইবনু আবদির রহমান ইবনে উমার ইবনে সাঈদ সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনুল মাদীনী বলেনঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনু হিব্বান (২/৯৮) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সম্পর্কে যেরূপ বলেছেন তার সম্পর্কেও তেমন কথাই বলেছেন। হাদীছটি আরেক সূত্রে আল-খাতীব (৮/১৬৬) আমর ইবনু খালেদ আল-আশী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই আমর মিথ্যুক, জালকারী। একাধিক ইমাম তাকে এই দোষে দোষী করেছেন। তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী হাদীছটি “আল-মাওযূ’আত” (১৯১) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীছটি সহীহ নয়। আমরকে আলেমগণ (যেমন ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু রাহওয়াইহ বলেনঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

হাদীছটি দারাকুতনী “গারায়েবে মালেক” গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেনঃ এটি মালেক হতে বাতিল হাদীছ। সনদে যুহরী হতে বর্ণনাকারী দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সনদের বর্ণনাকারী খুদাশ ইবনু মিখলাদের জীবনী পাচ্ছি না। আর মূকেরী হচ্ছেন ওয়ালীদ ইবনু মুহাম্মাদ। তাকে ইবনু মাঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি যুহরী হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো যুহরী কখনো বর্ণনা করেননি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71633

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন